যুগান্তর

তারিখ ২৫ DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

অনশনে অনড় শিক্ষকরা একের পর এক অসুস্থ

বই উৎসব কর্মসূচি বর্জনের হুমকি

যুগান্তর রিপোর্ট ও ঢাবি রিপোর্টার

'বেতন বৈষম্য' নিরসনের দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাথমিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের আমরণ অনশনের দ্বিতীয় দিনে ২০ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে ১০ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেয়ার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া তিন শিক্ষককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক এ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। একই সঙ্গে চলছে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষকদের বক্তৃতা পর্ব। তারা বলছেন, কোনো আশ্বাস নয়, আমরা চাই দাবি আদায়। আর দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরছি না। বক্তারা তাদের অনড় অবস্থানের কথা জানান দিয়ে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অনশন কর্মসূচির মধ্যেই চলে মুহুর্মুহু স্লোগান। এসময় তারা দাবি পূরণ না হলে নতুন বছরে বই উৎসব কর্মসূচিও বর্জন করার হুমকি দেন।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন শুরু হয়। দেশের সাড়ে তিন লাখ শিক্ষকের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক মহাজোটের ডাকে এ অনশন করছেন তারা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা তাদের বেতন গ্রেড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের পরের ধাপে নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনে নামেন।

দ্বিতীয় দিনের অনশনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি তপন কুমার মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক মো. আসাদুর রহমান, জাতীয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোসা. শাহীনুর আকতার, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক ভূইয়া, বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি মো. আনিসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী রবিউল, বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি শাহিনুর আল-আমিন প্রমুখ।

অনশন কর্মসূচিতে সহকারী শিক্ষক সমাজ, সহকারী শিক্ষক সমাজ-২, সহকারী শিক্ষক সমাজ-৩,সহকারী শিক্ষক সমিতি, সরকারি সহকারী শিক্ষক সমিতি, সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশন, সহকারী শিক্ষক সমিতি-২, সহকারী শিক্ষক ফোরাম, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যানারে শিক্ষকরা অনশনে অংশ নিয়েছেন।

বক্তৃতায় শিক্ষক নেতারা জানান, আগের বেতন স্কেলগুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ ■ পৃষ্ঠা ৭: কলাম ৫

অনশনে অনড় শিক্ষকরা একের পর এক অসুস্থ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিচে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা বেতন পেতেন। কিন্তু ২০১৫ সালের বেতন কাঠামোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের চেয়ে তিন ধাপ নিচে নামিয়ে দেয়া হয়। এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা ১৪তম গ্রেডে (মূল বেতন ১০ হাজার ২০০) বেতন পাচ্ছেন। আর প্রধান শিক্ষকরা পাচ্ছেন ১০তম গ্রেডে (মূল বেতন ১৬ হাজার টাকা)। সহকারী শিক্ষকরা এ বৈষম্য নিরসনে প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে ১১তম গ্রেডে (১২ হাজার ৫০০) বেতন চান।

রোববার বিকালে বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজের সভাপতি আনিসুর রহমান বলেন, অনশন করতে গিয়ে আমাদের ১৫ জন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে ৮ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আমাদের দাবি যৌক্তিক। বারবার আশ্বাস দিয়েও দাবি মেনে নেয়া হচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না আসা পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়ে যাব। আমরা এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনশনের দ্বিতীয় দিনে ১৩ শিক্ষক অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের মধ্যে ময়মনসিংহ ঈশ্বরগঞ্জের বিলবাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মো. জাহাঙ্গীর আলম, একই স্কুলের সহকারী শিক্ষক আজমল হোসেন, নোয়াখালীর চাটখিলের কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবদুল মান্নান, কোম্পানীগঞ্জের দক্ষিণ মুছাপুর কাইয়ুমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. হক মিয়া, একই উপজেলার আল মোবারক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম, ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার ভবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আল ফারুকী রাশেদ, বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার বাঁশখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার বাওর ভাগ হাওর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের সহকারী শিক্ষিকা তানজিনা আক্তার এবং সোহেল পারভেজকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অপর তিন শিক্ষক ভবেন্দ্র, জাহিদ ও হাফিজকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৬০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছে।